আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে: **পবিত্র আল কোরআন ও হাদিসের আলোকে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)-৮**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ মুহাম্মদ ৪৭:১৯

১. জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ١٩

সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। (সূরাঃ মুহাম্মদ ৪৭:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৫৬

২. আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আত-তুর ৫২:৩৫

৩. তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾

তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (সূরাঃ আত-তুর ৫২:৩৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আত-তুর ৫২:৩৬

৪. তারা কি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

না কি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারাতো অবিশ্বাসী। (সূরাঃ আত-তুর ৫২:৩৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-হাশর ৫৯:২২

৫. তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। (সূরাঃ আল-হাশর ৫৯:২২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-হাশর ৫৯:২৩

৬. তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِكُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ
الۡمُهَيۡمِنُ الۡعَزِيۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَكَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ﴿۲۳﴾

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। (সূরাঃ আল-হাশর ৫৯:২৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আত-তাগাবুন ৬৪:১৩

৭. আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করুক।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۳﴾

আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহ উপরই নির্ভর করে।
(সূরাঃ আত-তাগাবুন ৬৪:১৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-জ্বিন ৭২:১৩

৮. আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعۡنَا الۡهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنۡ يُّؤۡمِنۡ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ
بَخۡسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ ﴿۱۳﴾

আমরা যখন পথ নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোর জবরদস্তির আশংকা থাকবেনা। (সূরাঃ আল-জ্বিন ৭২:১৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ মুযাম্মিল ৭৩:৯

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রাব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরাঃ মুযাম্মিল ৭৩:৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-ইখলাস ১১২:১ থেকে ৪

১০. বলুন, আল্লাহ এক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾

বলঃ তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়। (সূরাঃ আল-ইখলাস ১১২:১)

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। (সূরাঃ আল-ইখলাস ১১২:২)

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾

তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন, (সূরাঃ আল-ইখলাস ১১২:৩)

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই। (সূরাঃ আল-ইখলাস ১১২:৪)

বুখারী হাদিস ৭৩৮৫

قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو مِنْ اللَّيْلِ اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ لِي غَيْرُكَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ

ইবনু ‘আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিকালে এ দু‘আ করতেনঃ হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমান এবং যমীনের প্রতিপালক! আপনারই সব প্রশংসা। আপনি সব আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। আপনারই সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের নূর আপনিই। আপনার বাণীই সত্য। আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। সত্য আপনার মুলাকাত। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) সত্য। হে আল্লাহ্! আপনারই প্রতি আমি নিবেদিত। আপনার প্রতিই আমি ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনারই ওপর ভরসা করেছি। আপনার কাছে ফিরে এসেছি। আপনারই সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলা করেছি। (হক ও বাতিলের ফায়সালা) আপনারই উপর ন্যস্ত করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করে দিন, মাফ করে দিন আমার আগের এবং পরের গুনাহ্, যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি এবং আপনি আমার ইলাহ্, আপনি ছাড়া আমার কোন ইলাহ্ নেই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত কর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করো না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করলে, কাফেরে পরিণত হবে। আর আল্লাহ কাফেরদের কখনোই ক্ষমা করবেন না। আসুন, আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/